দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 NOV 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

আশ্রয় কেন্দ্র এবং বিদ্যালয় ভবন

বর্তমান সরকার ঝড়ঝঞ্জা ইত্যাদি আপতকালীন সময়ে লোকজনের আশ্রয় নেয়ার জন্য প্রতি ইউনিয়নে একটি করে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছেন। সরকারের এ একটি অতি প্রয়োজনীয় সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এ উদ্যোগের আশু বাস্তবায়ন কামনা করে আমরা বলতে চাই যে, দেশের সকল ইউনিয়নেই একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের অনেকগুলিরই ভবন বলতে রয়েছে টিনের চালা বা চৌচালা ঘর। এই স্কুল ঘরগুলির সব কটিকে না হোক অন্তত কেন্দ্রীয় দু' একটিকে যদি পাকা দ্বিতল ভবনে রূপান্তরিত করা যায়, তা হলে দুর্যোগের সময় এগুলিও আশ্রয় কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রসঙ্গত এখানে আমি চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ থানাধীন ৪ নং দক্ষিণ কালো চৌ ইউনিয়নের সৈযদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দীর্ঘকাল ধরে এটি একটি টিনের ঘর চলছে। তাও বর্তমান ছাত্র সংখ্যার তুলনায় এ বিদ্যালয় গৃহটি এত ছোট যে এতে ছাত্রছাত্রীর স্থান সংকুলান হয় না। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে বসিয়ে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এতে ক্লাস নিতে হয়। এ অবস্থায় এ স্কুল ঘরটির সম্প্রসারণ আশু প্রয়োজন। যদি এই স্কুল ঘরটিকে পাকা দ্বিতল ভবনে রূপান্তরিত করা হয় তাহলে এতে একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের স্থান সংকুলান সমস্যার সমাধান হয় অপরদিকে তেমনি আপতকালীন সময়ে এটিকে একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় কেন্দ্র রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং সৈয়দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহটিকে পাকা দ্বিতল ভবনে রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদনজানাচ্ছি।

—আবদুর রহমান
প্রাক্তন ছাত্র হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।